তারিখ ... 19 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

বই পড়ানোর ঘণ্টা শুনে ভাঙবে এবার ঘুম

বিক্রমপুরে ৬৯টি ভ্রাম্যমাণ ও ৫৪টি স্থায়ী লাইব্রেরির উদ্বোধন আজ

■ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

বই সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। পারিবারিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, দেশীয় সংস্কৃতি, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে বই-ই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আর সেকারণেই নতুন প্রজন্মের মধ্যে সৃজনশীল মানসিকতা, মননশীলতা, দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা ও ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের বিবেচনাবোধ জাগ্রত করতে পারে বই। তাই বই নিয়ে নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছে প্রাচীন জনপদ মুন্সীগঞ্জ তথা বিক্রমপুরে। সেই লক্ষ্যে মুন্সীগঞ্জের ৬৭টি ইউনিয়ন ও দু'টি পৌরসভায় ৬৯টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি ও ৫৪টি স্থায়ী লাইব্রেরির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হচ্ছে আজ। এই লাইব্রেরি আন্দোলনের উদ্যোক্তা মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. সাইফুল হাসান বাদল জানান, আকাশ সংস্কৃতির কুপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকা, মাদকমুক্ত সমাজ গঠন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, পরিকল্পিত পরিবার গ্রহণ তথা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধান ও শিক্ষার্থীদের সমাজ সচেতন করে গড়ে তুলতে 'বই পড়ার অভ্যাস' অসাধারণ ভূমিকা রাখবে।

লাইব্রেরিগুলোর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করতে জনপদটিতে এখন ধুম প্রস্তুতি। কিছু ইউনিয়নে ইতোমধ্যেই পরীক্ষামূলক চলছে এই লাইব্রেরি। লাইব্রেরির গায়ে লেখা বই পড়ায় উৎসাহী করার নানা বাণী। নতুন ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিগুলো আজ থেকে জেলার অনগ্রসর এলাকাসহ প্রায় এক হাজার গ্রামের দুয়ারে দুয়ারে বিনামূল্যে বই দেয়া নেয়া কার্যক্রম শুরু করবে। ছয় উপজেলা এবং দু'পৌরসভার পৃথক সাত রংয়ে রাঙানো লাইব্রেরিগুলো প্রাচীন জনপদটিতে জ্ঞানের আলো ছড়াতে যাচ্ছে।

পরীক্ষামূলকভাবে চালু ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিগুলো গ্রামের মেঠো পথগুলো দিয়ে হরেক রকমের বইয়ের পসরা নিয়ে বিচরণ করছে, যাচ্ছে লোকজনের ঘরে ঘরে। ঘরের দুয়ারে ঘণ্টা বাজাতেই ছুটে আসছে পাঠক। কেউ নতুনভাবে বই নিচ্ছে আবার কেউ আগে নেয়া বই ফেরত দিয়ে আবার নতুন বই সংগ্রহ করছে। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। শিশুসহ নানা বয়সী নারী-পুরুষ বই নিচ্ছে। রেজিস্টারে তারা অন্তর্ভুক্ত। পরীক্ষামূলক চালু হওয়া সদর উপজেলার পঞ্চসার ইউপি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিতে কালজয়ী গল্প-উপন্যাস, মুক্তিযুদ্ধের বই ছাড়াও শিশুতোষ নানা বই স্থান পেয়েছে। তবে পাঠকদের বইয়ের চাহিদা আরো বেশি। ইউনিয়নের দফেদার ইউসুফ আলী অতিরিক্ত কাজ হিসাবে

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বই পড়ানোর ঘণ্টা শুনে

২০ পৃষ্ঠার পর

লাইব্রেরিয়ানের কাজ করছেন। তবে বেশি পরিশ্রম হলেও জ্ঞানের আলো ছড়াতে পেরে তার বেশ ভালো লাগছে।

ইউনিয়ন থেকে এই লাইব্রেরির যাবতীয় খোঁজ খবর এবং বইয়ের চাহিদা, রেজিস্টার, তদারকি সবই করছেন ইউপি সচিব। ইউনিয়নের নিজস্ব অর্থায়নে এই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদের সচিব রেজাউল করিম তুহিন জানান, ভ্যানটি তৈরিতে খরচ হয়েছে ৩৮ হাজার টাকা। এ পর্যন্ত বই কেনা হয়েছে ৫৫ হাজার টাকার। লাইব্রেরিয়ানকে মাসিক অতিরিক্ত বেতন দেয়া হচ্ছে ১৫শ' টাকা। তুলনামূলক কম টাকা খরচায় সাফল্য আসছে বেশি। এই বিশেষ ধরনের লাইব্রেরির অধিকাংশই তৈরি হচ্ছে শহরের পুরনো বাসস্ট্যান্ডের ওয়ার্কশপে। ওয়ার্কশপের স্বত্বাধিকারী রাশেদুল হাসান জানান, লাইব্রেরি ভ্যানটি তৈরি করতে পেরে আত্মতৃপ্তি পাচ্ছি। জীবনে বহু কাজ করেছি কিন্তু এই কাজটির মধ্যে আলাদা ভালো লাগা রয়েছে।

জেলা প্রশাসক জানান, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন জ্ঞান অর্জন। নানা কারণে মানুষের বই পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে। তাই প্রথমে প্রতিটি ইউনিয়ন কমপ্লেক্সে লাইব্রেরি চালু করা হয়। এতে পাঠকের আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই ঘরের পাশেই যেন লাইব্রেরি থাকে, অজপাড়াগাঁসহ সবখানে সব শ্রেণির মানুষ বই পড়তে পারে সেই জন্য এই লাইব্রেরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে মুন্সীগঞ্জের শতাব্দী প্রাচীন হরেন্দ্র লাল পাবলিক লাইব্রেরিসহ জেলার সকল লাইব্রেরি এবং স্কুল ও কলেজ লাইব্রেরিগুলোকে পুনর্গঠন করা হচ্ছে। মুন্সীগঞ্জের শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুখেন চন্দ্র ব্যানার্জী জানান, বই যে মানুষের পরম বন্ধু, তা আবার বুঝতে শুরু করেছে এই জেলার মানুষ। এই বই পড়ার মাধ্যমে আবার প্রাচীন জনপদের মানুষ ফিরে পাবে পুরনো গৌরব।

জেলার ৪৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, ছয়টি উপজেলা পরিষদ ভবন ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটিসহ মোট ৫৪টি স্থায়ী লাইব্রেরি এবং ৬৭টি ইউনিয়ন ও দু'টি পৌরসভায় প্রত্যেকটিতে একটি করে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি স্থাপনের অনন্যসাধারণ উদ্যোগ আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করছে। ভ্রাম্যমাণ ৬৭টির মধ্যে ৬৬টি বিশেষ ভ্যান লাইব্রেরি আর নদী বেষ্টিত গজারিয়া উপজেলার গুয়াগাছিয়া ইউপিতে নৌকা লাইব্রেরি। আজ শনিবার বিকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. আবুল কালাম আজাদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। তাই এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে মুন্সীগঞ্জে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।